প্রস্তুতি

কোয়ারান্টিন পর্ব শেষ। গোয়ায় টিম হোটেলে শরীরচর্চা ওড়িশা এফসি-র ফুটবলারদের।

পিএসজি-র অনুশীলনে নেইমার।

জীবন বদলে দিয়েছে ভারত, উপলব্ধি স্টিভের

সিডনি, ১৭ অক্টোবর : এ যেন এক অন্য ভারত। যার আত্মায় মিশে রয়েছে ক্রিকেট। অভিনব ভারতকেই ক্যামেরাবন্দি করেছেন বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন অজি অধিনায়ক স্টিভ ওয়া। ভারতের সঙ্গে স্টিভের যোগসূত্র নতুন নয়। ২২ গজের দুনিয়ার বাইরে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতির প্রতি এক অমোঘ টান অনুভব করেন তিনি। সেই টানে ঘুরে বেড়িয়েছেন ভারতের আনাচ-কানাচ। সঙ্গী হয়েছে ক্যামেরা। অবলম্বন হয়েছে ক্রিকেট। কখনও হিমালয়ের বুকে ব্যাটিংয়ে মজেছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। কখনও আবার পঙ্গু যুবক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে স্টিভের। এক পায়ে বাঁধা বাঁশের লাঠি। সেই প্রতিবন্ধকতাকে জয় করেই ব্যাট হাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আজাদ ময়দান- ক্যামেরায় ধরেছেন অজি কিংবদন্তি। মুগ্ধ স্টিভের মন্তব্য, 'আমি ক্রিকেটকে নতুনভাবে দেখতে চেয়েছিলাম। সেটা ভারতে পেয়েছি।' ২০০-র বেশি ছবি স্থান পেয়েছে ৫৫ বছরের স্টিভের ছবির বই 'দ্য স্পিরিট অফ ক্রিকেট- ইন্ডিয়া'তে। যার মধ্যে বাছাই ৭০টি ছবি নিয়ে চলতি মাসের শেষে সিডনিতে হবে প্রদর্শনী। উৎফুল্ল স্টিভ বলেছেন, 'আমি সারাজীবনের অমূল্য সব মুহূর্ত ভারতে ক্যামেরাবন্দি করেছি। এগুলি নিছক ছবি নয়। এই ছবির পিছনে অজস্র কাহিনি রয়েছে যা আমার জীবন দর্শন পালটে দিয়েছে।' ১৮ দিনে সফরে মুম্বই থেকে মেঘালয়। কলকাতা থেকে কাশ্মীর। রাজস্থান থেকে রাঁচি- ঘুরেছেন প্রাক্তন 'ব্যাগি গ্রিন' অধিনায়ক। সব দেখেশুনে স্টিভের উপলব্ধি, 'ক্রিকেট ভারতের ধর্ম।' সঙ্গে যোগ করেছেন, 'ভারতে ৮০০ মিলিয়নের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। সেই খেদ, কষ্ট তাঁরা ক্রিকেট দিয়ে পুষিয়ে দেয়।' ব্যাট-বল যে ভারতীয়দের বেঁচে থাকার 'টনিক', জানাতে ভোলেননি স্টিভ। দেশের যে প্রান্তে গিয়েছেন সকলেই এক নজরের চিনে নিয়েছেন স্টিভকে। আপামর ভারতবাসীর আন্তরিকতা মুগ্ধ করেছে অস্ট্রেলিয়ানকে। সেই প্রিয়জনদের মাঝে নিজের হারানো শৈশবকে খুঁজে পেয়েছেন স্টিভ ওয়া।

ওয়াইএমএ মাঠ পরিদর্শনে এসজেডিএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : একটা সময় ওয়াইএমএ মাঠে ফুটবল পায়ে দেখা গিয়েছে চুনী গোস্বামী, সুরজিৎ সেনগুপ্তদের। কিন্তু সংস্কারের অভাবে সেই গৌরব দীর্ঘদিন হারিয়েছে। মাসদেড়েক আগে ক্লাবের তরফে অস্থায়ীভাবে ঘেরা দিয়ে মাঠে ট্রাক্টর চালিয়ে একটা চেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু ক্লাবের সীমিত ক্ষমতায় এর বেশি সম্ভব নয় বুঝতে পেরে স্থানীয় কাউন্সিলার প্রশান্ত চক্রবর্তীর মাধ্যমে এসজেডিএ-র দ্বারস্থ হন ওয়াইএমএ-র কর্মকর্তারা। এই মাঠে ক্লাবের ফুটবল দল অনুশীলন করে। তাদের ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পও অনুশীলনের জন্য মাঠটি ব্যবহার করে। তাই সংস্কারের সঙ্গে প্রাচীর দিয়ে মাঠ ঘিরে দেওয়ার ব্যবস্থার আবেদন রাখা হয় ওয়াইএমএ-র পক্ষ থেকে। সেই মতো শুক্রবার এসজেডিএ-র আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা মাঠ পরিদর্শন করে শীঘ্রই তাদের দাবিপূরণের আশ্বাস দিয়ে এসেছেন বলে ক্লাব সচিব রাজীব সেন জানিয়েছেন।

ফুটবল মাঠে মৃত্যু

চোপড়া, ১৭ অক্টোবর : মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীঝোরার ৭ নম্বর লাইনে একদিবসীয় ফুটবলে ভীম সেন দলের বিরুদ্ধে খেলা চলাকালীন কাজীগছের এজিকেল বাংরা মাঠে লুটিয়ে পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা এজিকেলকে মৃত ঘোষণা করেন। চোপড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এজিকেলের (২৫) তলপেটে আঘাত লেগেছিল।

প্রয়াত উত্তম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : ওয়াইএমএ-র দীর্ঘদিনের কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য উত্তম সেনগুপ্ত শুক্রবার প্রয়াত হয়েছেন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদে ওয়াইএমএ-র প্রতিনিধি সুদীপ বসু জানিয়েছেন, গতকাল হিলকার্ট রোডে একটি পথদুর্ঘটনায় তিনি মারা গিয়েছেন। বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। তাঁর স্ত্রী ও এক ছেলে বর্তমান।

রোহিতদের ভয় পাঞ্জাবের ত্রিফলা

দুবাই, ১৭ অক্টোবর : একজন কীভাবে একটা দলকে বদলে দিতে পারেন, বড় উদাহরণ ক্রিস গেইল। প্রথম সাত ম্যাচে ডাগআউটে কাটাতে হয়েছে। জায়গা হয়নি প্রথম একাদশে। কিন্তু অষ্টম ম্যাচে মাঠে নামতেই একেবারে ভিন্ন ছবি। একচল্লিশেও তাঁর ব্যাটে তারুণ্যের তেজ, যা বদলে দিয়েছে মুষড়ে পড়া কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবকে। আট ম্যাচে মাত্র দুটি জয়। লিগ টেবিলে সবার শেষে। যদিও গেইলকে ঘিরে মিরাকল ঘটানোর স্বপ্নে বিভোর পাঞ্জাব।

আগামীকাল প্রীতি জিন্টার দলের সেই লক্ষ্যের সামনে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ৮ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে যারা প্লে-অফের অন্যতম দাবিদার।

আজ মুম্বই বনাম পাঞ্জাব

আগামীকাল জিতে আরও এক কদম এগিয়ে যাওয়াই পাখির চোখ রোহিত শর্মাদের। প্রথম সাক্ষাতে ৪৮ রানে পাঞ্জাবকে হারিয়েছিল মুম্বই। প্রথমে ব্যাটিং করে আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে ১৯১/৪ স্কোর করে তারা। জবাবে পাঞ্জাব দেড়শোর গণ্ডি (১৪৩/৮) পর্যন্ত পেরোতে পারেনি। অতীত রেকর্ডেও ২৫ ম্যাচে ১৪ বার জয়ী মুম্বই। অতীত, বর্তমান সব মাপকাঠিতেই অ্যাডভান্টেজ আম্বানির দল। পাঞ্জাব অবশ্য এসব নিয়ে ভাবতে নারাজ।

গত বৃহস্পতিবার বিরাট কোহলির শক্তিশালী রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরকে হারিয়েছে পাঞ্জাব। আগামীকাল সেখানে রোহিতের দল মুম্বই। আরসিবি ম্যাচে পুনরাবৃত্তিতেই চোখ কোচ অনিল কুম্বলে, অধিনায়ক লোকেশ রাহুলের। এদিন আবার ছিল কোচের জন্মদিন। ছোটখাটো বার্থ ডে সেলিব্রেশনও চলে। আগামীকাল হেডস্যারের জন্য জন্মদিনের উপহার সাজানোর পালা। দায়িত্বটা মূলত লোকেশ, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, গেইলের ওপর। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, নিকোলাস পুরানরা থাকলেও, টপ-থ্রিয়ের কাঁধে ব্যাটিংয়ের ভার। ৪৪৮ রান করে অরেঞ্জ ক্যাপের মালিক লোকেশ। দ্বিতীয় স্থানেই মায়াঙ্ক (৩৮২ রান)। ট্রেন্ট বোল্ট, জেমস প্যাটিনসন, জসপ্রীত বুমরাহদের সঙ্গে লোকেশ-মায়াঙ্ক-গেইলদের লড়াই ঘিরে আকর্ষণের হাতছানি। ম্যাচের চাবিকাঠিও মূলত লুকিয়ে তার মধ্যেই। মুম্বই ব্যাটিংও খুব ভালো ছন্দে। নেতৃত্বে রোহিত। প্রথম সাক্ষাতে পাঞ্জাব আটকে গিয়েছিল রোহিতের কাছেই। ৭০ রান করেছিলেন হিটম্যান। গত ম্যাচে কুইন্টন ডি ককও ম্যাচ উইনিং ইনিংস খেলেছেন। ঈশান কিষান, সূর্যকুমার যাদবের মতো দেশীয় তারকারাও তফাত গড়ে দিচ্ছেন। একইভাবে ম্যাচের অন্যতম ফ্যাক্টর কায়রন পোলার্ড, হার্দিক পান্ডিয়ার ডেথ ওভারে তোলা ঝড়গুলি। এরকম তারকাখচিত মুম্বই ব্যাটিংকে সামলানোই মূল সমস্যা কুম্বলে-পাঞ্জাবের। মহম্মদ সামি অভিজ্ঞতাকে দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছেন। তরুণ লেগস্পিনার রবি বিষ্ণোই ভরসা জোগালেও শেলডন কটরেল, ক্রিস জর্ডনদের ধারাবাহিকতার অভাব চিন্তার জায়গা। দুবাইয়ের বড় মাঠ, ক্রমশ মন্থর পিচ পাঞ্জাব-মুম্বই ম্যাচে ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। পাওয়ারের চেয়ে যেখানে টেকনিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে লোকেশ-মায়াঙ্কের ফর্মে থাকা পাঞ্জাবের ওপেনিং জুটি ব্যবধান গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। দুজনেই ক্রিকেটীয় শটে ঝড় তুলছেন অযথা ঝুঁকির পথে না হেঁটে। পালটা জবাবে রোহিতের ব্যাটের দিকে তাকিয়ে তাঁর দল। গেইল, ম্যাক্সওয়েল, পোলার্ডরাও অবশ্য পাওয়ার হিটিংয়ে যে কোনও পিচ, পরিস্থিতি বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। ব্যাট হাতে রান না পাওয়া ম্যাক্সওয়েলকে আরসিবি ম্যাচে কুম্বলে বোলিং ওপেন করিয়েছেন। সুফলও পেয়েছেন। ডি কক-রোহিতদের বিরুদ্ধে ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে সেরকম কোনও স্ট্র্যাটেজি থাকে কি না, সেটাই দেখার। লোকেশের রান উৎসব থামাতে, গেইলে ঝড় আটকাতেই বা কোন রাস্তা নেন মাহেলা জয়বর্ধনে-রোহিতরা, তার ওপরও নির্ভর করবে ম্যাচের ভাগ্য।

হেড টু হেড

ম্যাচ-২৫ মুম্বই-১৪
পাঞ্জাব-১১

সম্ভাব্য মুম্বই দল

কুইন্টন ডি কক, রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), সূর্যকুমার যাদব, ঈশান কিষান, হার্দিক পান্ডিয়া, কায়রন পোলার্ড, ক্রুনাল পান্ডিয়া, জেমস প্যাটিনসন, রাহুল চাহার, ট্রেন্ট বোল্ট, জসপ্রীত বুমরাহ।

সম্ভাব্য পাঞ্জাব দল

লোকেশ রাহুল (অধিনায়ক), মায়াঙ্ক আগরওয়াল, ক্রিস গেইল, নিকোলাস পুরান, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, দীপক হুডা, ক্রিস জর্ডন, মুরুগান অশ্বীন, মহম্মদ সামি, রবি বিষ্ণোই, অর্শদীপ সিং।

নেটে ছক্কার ফুলঝুড়ি ক্রিস গেইলের।

আম্পায়ারের উপর প্রভাব খাটানো

ধোনির দিকে আঙুল তুলতে চান না ওয়ার্নার

দুবাই, ১৭ অক্টোবর : মাত্র কয়েকদিন আগে চেন্নাই সুপার কিংস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে চেন্নাই অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির 'শরীরী ভাষা' নিয়ে রীতিমতো ঝড় বয়ে গিয়েছে ক্রিকেট মহলে। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার মানুষ বলে সারা ক্রিকেট বিশ্বে পরিচিত প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সেদিন শার্দূল ঠাকুরের করা একটি ওয়াইড বল নিয়ে এমন ব্যবহার করেছিলেন, যার ফলে তাঁকে প্রচুর সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। দেশের জনপ্রিয়তম ক্রিকেটারদের অন্যতম হওয়া সত্ত্বেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ধোনির বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন প্রচুর ক্রিকেটপ্রেমী। ১৯তম ওভারে শার্দূলের বলটি ওয়াইড ইঙ্গিত করতে যাচ্ছিলেন আম্পায়ার পল রাইফেল। ঠিক সেই মুহূর্তে ধোনি এমন অঙ্গভঙ্গি করেন, যে আম্পায়ার তৎক্ষণাৎ তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। শেষ অবধি ম্যাচ জিতে নেয় চেন্নাই।

স্বভাবতই ঘটনাটা মোটেই ভালো চোখে দেখেনি হায়দরাবাদ। তাদের অধিনায়ক এবং অস্ট্রেলিয়ার নামী ক্রিকেটার ডেভিড ওয়ার্নার স্পষ্ট জানিয়েছেন, বলটি ওয়াইড ছিল এবং আম্পায়ারের সেটাই দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাই বলে ওয়ার্নার সরাসরি ধোনিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে নারাজ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি জানি বলটা ওয়াইড ডাকলে ধোনি হতাশ হত। বলটা ওয়াইড ছিল এবং আম্পায়ার তা ডাকার মুখে ধোনির ব্যবহার দেখে নিজের সিদ্ধান্ত তড়িঘড়ি পরিবর্তন করেন। তবে শুধু এমএসকে বলে কী লাভ? আমরা সব অধিনায়কই বহু সময় এমন ব্যবহার করে থাকি। আর এক্ষেত্রে ধোনি যেহেতু উইকেটকিপার, সেহেতু আম্পায়ার ওকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি সিদ্ধান্ত তো আম্পায়ারই দেন এবং আমরা সবাই সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকি। সুতরাং এই নিয়ে এত কথা বলার কোনও মানে নেই।'

সম্প্রতি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের অধিনায়ক বিরাট কোহলি বলেছেন, ওয়াইড এবং নো বলের ক্ষেত্রেও একজন খেলোয়াড়ের ডিআরএস ডাকার অধিকার থাকা উচিত। এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ওয়ার্নার খুব স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, 'এই নিয়ে কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক, তা বলা বেশ শক্ত ব্যাপার। অধিনায়কদের নিয়ে যে বিভিন্ন মিটিং হয়, তাতে আমরা দেখেছি, নিয়মিত বলা হয় খেলাটা যেন মানুষের খেলা থাকে, একটা যান্ত্রিক ব্যাপার যেন কোনওমতে এটাকে গ্রাস না করতে পারে। টেকনলজি ব্যবহার করা যায়, কিন্তু মানুষকে বুঝতে হবে, একজন অধিনায়ক কতরকম চাপের মধ্যে থাকেন। ওভার রেট যাতে মন্থর না হয়ে যায়, তার দিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়, না হলে কয়েক লক্ষ টাকা জরিমানা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানে কোমরসমান নো বল তখনই রিভিউ করা হয় যখন কেউ আউট হয়। আমার মনে হয় তৃতীয় আম্পায়ারের হাতে কিছু ব্যাপার দেওয়াই যেতে পারে...তবে এই নিয়ে সঠিক করে কিছু বলা বেশ কঠিন।'

স্মিথের অর্ধশতরানের পরও হার রাজস্থানের

এক ওভারে পাশা উলটে জেতালেন ডিভিলিয়ার্স

দুবাই, ১৭ অক্টোবর : ম্যাচের শেষ ওভার।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের দরকার ১০ রান। বল হাতে জোফ্রা আর্চার। প্রথম তিন বলে ৫ রান। শেষ তিনেও দরকার ৫। টেনশনে নখ কাটছেন বিরাট কোহলি। পাশে দাঁড়ানো বাংলার শাহবাজ আহমেদও। কিন্তু ক্রিজে যখন এবি ডিভিলিয়ার্স, তখন অহেতুক টেনশন। একক দক্ষতায় প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে জয় ছিনিয়ে আনলেন এবি। চতুর্থ বলটা সোজা গ্যালারিতে। বল গ্যালারিতে পৌঁছোনোর আগেই দৌড় দিলেন বিরাট। বুকে জড়িয়ে ধরলেন প্রিয় সতীর্থকে। বাকিরাও বিরাটের পথে। মাঠের মধ্যেই নায়ক বরণ।

প্রত্যাশিত। অ্যারন ফিঞ্চ (১৪) শুরুতে ফেরার পর দেবদূত পাড়িক্কালকে (৩৫) নিয়ে ইনিংসের ভিত গড়ে দিয়েছিলেন বিরাট (৪৩) নিজেই। কিন্তু পরপর দুই বলে দুইজনে ফিরতেই ম্যাচে নতুন টুইস্ট। শেষ ১২ বলে দরকার ৩৫। ভরসা সেই এবি, যার মর্যাদা রেখে জয়দেব উনাদকাতের ১৯তম ওভারটা শুরু করলেন একেবারে ছয়ের হ্যাটট্রিকে! এরমধ্যে একটা সোজা আপার টাওয়ারে, ৯৭ মিটার লম্বা!

এবি-দাপটে ২৫ রানের ওভারেই ম্যাচে ফের রং বদল। শেষটাও আর্চারের ১৫০ মাইল গতির বলকে ছক্কা হাঁকিয়ে। মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে বল মাঠের বাইরে। উইনিং শটেই এবির আরও একটা ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি। ২২ বলে হাফ ডজন ছক্কায় অপরাজিত ৫৫। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে ডিভিলিয়ার্সও বলেন, 'আমি দারুণ খুশি। নার্ভাসও ছিলাম। উনাদকাত যখন ১৯তম ওভার বল করতে এল, অনসাইডে শট খেলব ঠিক করেছিলাম। ভাগ্য ভালো শটগুলি মাঠের বাইরে ছিটকে দিতে পেরেছি।'

গত কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব ম্যাচে ডিভিলিয়ার্সকে পরে নামানো নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়েন বিরাট। এদিন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নেননি। চার নম্বরে নামলেন এবি, ফিরলেন দলকে জিতিয়ে। উচ্ছ্বাসটা ধরা পড়ছিল বিরাটের গলাতেও। বলেন, 'রান তাড়ায় সবসময় একটা চাপ থাকেই। এদিনও ছিল। তাছাড়া ডেথ ওভারে এবি কতগুলি বল পাবে, নিশ্চিত ছিলাম না। গুরকিরাত সিং মানকে কৃতিত্ব দেব, ও স্ট্রাইক রোটেট করেছে। আর পরিস্থিতি বুঝে নিজের খেলাকে বদলে নেওয়ার জুড়ি নেই এবির। এদিনও ঠিক সেটাই করল।'

৯ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার তিন নম্বরে বিরাট ব্রিগেড। রাজস্থান রয়্যালস সেখানে সাত নম্বরেই আটকে থাকল (৯ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট)। অথচ প্রথমে ব্যাটিং করে এদিন জেতার মতো স্কোর দাঁড় করিয়েছিল রাজস্থান। বেন স্টোকস (১৫), সঞ্জু স্যামসন (৯), জস বাটলারদের (২৪) ব্যর্থতা ঢেকে দেন রবিন উথাপ্পা ও স্টিভেন স্মিথ। ওপেন করতে নেমে ২২ বলে ৪১ করেন উথাপ্পা। দলের অন্দরমহলে অধিনায়ক বদলের ফিশফিশানির চাপ সরিয়ে স্মিথ করেন ৫৭। ২৬ রানে একাই চারটি উইকেট নেন ক্রিস মরিস। একাধিক নো-ওয়াইড করলেও যুযবেন্দ্র চাহালের (৩৪/২) পরিসংখ্যানও খারাপ ছিল না।

এদিন আইপিএল অভিষেক ঘটে বাংলার তরুণ স্পিনার শাহবাজ আহমেদের। ২ ওভার বল করে ১৮ রান দেন। কোনও উইকেট পাননি। তবে ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে ভরসার মর্যাদা রাখতে যে তৈরি, তার ইঙ্গিত রাখতে কসুর করেননি শাহবাজ। বিরাটদের জয়ের টার্গেট ১৭৮। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত গত কয়েকটি ম্যাচে চোখ রাখলে চ্যালেঞ্জিং স্কোর। ২৩ রানের মাথায় ফিঞ্চ (১৪) আউট। দেবদূতকে নিয়ে বিরাট কিন্তু ধাক্কা সামলে ক্রমশ জাঁকিয়ে বসেন। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৭৯ রান যোগ করে জয়ের ভিত গড়ে দেন। কিন্তু পরপর দুই বলে দেবদূত ও বিরাটকে আউট করে প্রবলভাবে ম্যাচে ফেরে রাজস্থান। বিরাটের ক্যাচের ক্ষেত্রে মুনশিয়ানার পরিচয় দেন রাহুল তেওয়াটিয়া। ক্যাচ ধরার পর শরীর মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে বল ছুড়ে দেন ভিতরে এবং সেই ক্যাচ মাঠে ঢুকে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় তা ধরেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তেওয়াটিয়ার এই প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দেন এবি।

ম্যাচ জয়ের উচ্ছ্বাস এবি ডিভিলিয়ার্স (উপরে) ও বিরাট কোহলির।

অবসর নিলেন উমর গুল

লাহোর, ১৭ অক্টোবর : সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার উমর গুল। পাকিস্তানের চলতি ন্যাশনাল টি২০ কাপে বালুচিস্তান সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হওয়ার পর ক্রিকেটকে গুডবাই জানানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ৩৬ বছরের গুল শেষবার দেশের হয়ে নেমেছেন ২০১৬ সালে। ২০০৩ সালে অভিষেকের পর থেকে চমৎকার ইয়র্কার ও দ্রুতগতির ইনসুইঙ্গারের জন্য ব্যাটসম্যানদের ত্রাস হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ১৩ বছরের কেরিয়ারে ৪৭টি টেস্টে তিনি নিয়েছেন ১৬৩টি উইকেট। ১৩০টি ওডিআই ম্যাচে তাঁর উইকেটের সংখ্যা ১৭৯। ৬০টি টি২০ ম্যাচ খেলে গুলের ঝুলিতে রয়েছে ৮৫টি উইকেট। তবে, পাকিস্তান তাঁকে মনে রাখবে ২০০৯ টি২০ বিশ্বকাপের জন্য। ১৩টি উইকেট নিয়ে তিনি সেবার পাকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর মাত্র ছয় রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নেওয়া তো পাকিস্তান ক্রিকেটের গল্পকথার অঙ্গ। গুলকে মনে রাখবার কথা কলকাতার দর্শকদেরও। কারণ, ২০০৮ সালের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে তিনি নিয়েছিলেন ১২টি উইকেট। অবসরের সময় গুল বলেছেন, 'পাকিস্তানের জার্সিতে সবসময় হৃদয় দিয়ে খেলেছি। সবসময় ১০০ শতাংশ দিয়েছি। ক্রিকেট সবসময় আমার প্রথম ভালোবাসা থাকবে। কিন্তু সবকিছুরই একটা শেষ থাকে। তাই অবসরের সিদ্ধান্ত নিলাম।' গুলের উদ্দেশে পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার ওয়াসিম আক্রম বলেছেন, 'গুল তোমাকে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা জানাই। আফসোস একটাই- তোমার হাত থেকে বেরিয়ে আসা নির্ভুল ইয়র্কারগুলি আর দেখতে পাব না।'

১ জানুয়ারি থেকে ঘরোয়া মরশুম শুরুর ইঙ্গিত সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : চলতি ত্রয়োদশ আইপিএলের উত্তেজনার মাঝেই ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। সব ঠিকমতো চললে ইংরাজি নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম শুরুর ইঙ্গিত মিলেছে আজ। তবে, প্রত্যাশিতভাবেই মরশুম হবে সংক্ষিপ্ত। বাদ যাবে বেশ কিছু প্রতিযোগিতা। বিসিসিআইয়ের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের ভার্চুয়াল বৈঠকের শেষে রাতের দিকে এমন কথা শুনিয়েছেন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে ইংল্যান্ডের ভারত সফর দেশের মাঠেই আয়োজন করার পরিকল্পনা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দিন-রাতের টেস্ট হয়তো ইডেনে

বিসিসিআই। জানা গিয়েছে, জৈব সুরক্ষা বলয় তৈরি করে দেশের মাঠেই জো রুটদের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবেন বিরাট কোহলিরা। আর সেই সিরিজে যে দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ হওয়ার কথা, তা হতে পারে ইডেন গার্ডেন্সে। যদিও ভারত বনাম ইংল্যান্ড দিন-রাতের টেস্ট আয়োজনের দৌড়ে কলকাতা ছাড়া প্রবলভাবে রয়েছে আহমেদাবাদও।

শুরু হয়েছিল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা থাকায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের ভার্চুয়াল বৈঠক চলল প্রায় দুই ঘণ্টারও বেশি সময়। যেখানে সব সিদ্ধান্ত হয়তো চূড়ান্ত করা গেল না। কিন্তু দেশের মাঠে ক্রিকেট শুরুর যে ভাবনার কথা বিসিসিআই আজ শুনিয়েছে, তা নিশ্চিতভাবেই করোনার কঠিন সময়ে তাজা অক্সিজেন। রাতের দিকে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ বলেছেন, 'দীর্ঘসময় ধরে আজ আমরা ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে বৈঠক করেছি। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই দেশের মাঠে ক্রিকেট শুরু করতে চাই আমরা। সব ঘরোয়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা না গেলেও জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে আমরা রনজি ট্রফি করতে চাই।' ঘরোয়া ক্রিকেটের পাশে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে সৌরভ বলেছেন, 'ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য এখনও হাতে কিছু সময় রয়েছে। আমরা করোনা পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। দেশের মাঠেই এই সিরিজ করতে চাই আমরা।' আইপিএলের পরই কোহলিরা অস্ট্রেলিয়া উড়ে যাবেন দুবাই থেকে। স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বিরাটদের কোয়ারান্টিন নিয়ে সৌরভ বলেছেন, 'সিরিজের সম্ভাব্য সূচি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আমাদের পাঠিয়েছে। তা নিয়ে আলোচনাও চলছে। কোয়ারান্টিনের মধ্যেই কোহলিরা অনুশীলন করতে পারবেন। আর জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে টেস্ট সিরিজ শেষ হবে।'

> “দীর্ঘসময় ধরে আজ আমরা ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে বৈঠক করেছি। নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই দেশের মাঠে ক্রিকেট শুরু করতে চাই আমরা। সব ঘরোয়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা না গেলেও জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে আমরা রনজি ট্রফি করতে চাই।
>
> -সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

জাহির-বন্ডের শরণাপন্ন শচীনপুত্র

দুবাই, ১৭ অক্টোবর : শুক্রবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন ক্যামেরা ফ্রেমবন্দি করেছিল তাঁকে। শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে শচীন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকারের উপস্থিতি দেখে চমকে গিয়েছিলেন টিভির দর্শকরা। চলতি আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে রয়েছেন অর্জুন। তবে দলের খেলোয়াড় হিসেবে নয়। রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়ার টিমের নেট বোলার হিসেবে। নেটে বল করার পাশাপাশি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বোলিং কোচ শেন বন্ড ও ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট জাহির খানের কাছ থেকে তালিমের সুযোগ পাচ্ছেন তরুণ বাঁ-হাতি। মুম্বইয়ের উঠতি ক্রিকেটারদের মধ্যে নজর কাড়লেও বড় মঞ্চে এখনও দাগ কাটতে পারেননি শচীন-পুত্র। তবে অধ্যবসায়ে কোনও ফাঁক রাখতে নারাজ 'জুনিয়ার তেন্ডুলকার'। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সূত্রে খবর, অর্জুনের বোলিংয়ে খুশি জাহির থেকে বন্ড। দলের তরফে দাবি, অর্জুন ভালো বোলার। ও প্রচণ্ড শৃঙ্খলাপরায়ণ। নেটে ওর বোলিং দেখে খুব খুশি বন্ড। অর্জুনের মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। গত তিন মাস ধরে ও দলের সঙ্গে রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যাচ্ছে। দল হিসেবেও আইপিএলে ছন্দে রয়েছে মুম্বই। নাইটদের ৮ উইকেটে হারানোর পাশাপাশি একনম্বরে উঠে এসেছে রোহিত শর্মার দল। বল হাতে নজর কেড়েছেন রাহুল চাহার। তেমনি ব্যাট হাতে দলের জয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছেন কুইন্টন ডি কক। রান তাড়া করে জয় যে দলের আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দিয়েছে মানছেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক রোহিত। পাশাপাশি ডি ককের প্রশংসা হিটম্যানের গলায়। একনম্বরে উঠে এলেও সতর্ক রোহিত। তাঁর কথায়, 'আইপিএল চমকপ্রদ টুর্নামেন্ট। একটু অসতর্ক হলে তলিয়ে যেতে হবে। ফিরে আসার সুযোগ থাকবে না। আমাদের জয়ের খিদে ধরে রাখতে হবে।'

স্টেডিয়ামের দাবিতে সই সংগ্রহে ক্রিকেট লাভার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : কাওয়াখালিতে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দাবিতে সই সংগ্রহ শুরু করল শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের ফোসিন গেটে ফ্লেক্স টাঙিয়ে শনিবার সকাল ১১টায় সই সংগ্রহ শুরু হয়। প্রথম দফায় দুপুর ৩টা পর্যন্ত চলার পর ফের সন্ধে ৬-৯টা পর্যন্ত পথচলতি মানুষদের সই নেওয়া হয়। শহরের বিশিষ্ট টেবিল টেনিস কোচ অমিত দাম এদিন তাঁদের দাবিতে সমর্থন জানিয়ে সই করে এসেছেন। পরে বলেছেন, 'ক্রিকেট দিয়ে আমার খেলোয়াড় জীবন শুরু হয়। দীর্ঘদিন বাঘাযতীন ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট খেলেছি। ক্রিকেটের প্রতি আবেগ থেকে ওদের পাশে দাঁড়িয়েছি। এখানে একটা ফুটবল স্টেডিয়াম রয়েছে। ক্রিকেটের জন্য তেমন কিছু একটা হলে তো ভালোই হয়।' প্রথম দিনেই প্রায় ৯ হাজার জন সই করে গিয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। ক্রিকেট লাভার্সের প্রাক্তন সভাপতি মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'দশমী পর্যন্ত সই সংগ্রহ চলবে। আমাদের দাবিতে সমর্থন রয়েছে শিলিগুড়ির ক্রীড়াব্যক্তিত্বদের। আগামীকাল মান্তু ঘোষ এসে সই করবেন বলে আমাদের কথা দিয়েছেন। ১ লক্ষ সই সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত সই সহ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দাবিপত্র উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে জমা দিয়ে আসা হবে। এসজেডিএ-র তরফে আমাদের এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।'

শিলিগুড়িতে স্টেডিয়ামের দাবিতে সই করছেন টেবিল টেনিস কোচ অমিত দাম।